জলবায়ু পরিবর্তন ও শ্রম অধিকার

গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য রূপান্তর

ICCCAD
International Centre for Climate Change and Development

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রচনায়

মালিহা মমতাজ হিমু,

আফসারা বিনতে মির্জা এবং

জাকির হোসেন

পর্যালোচক

মাহজাবিন মাহফুজ,

নাফিয়া সাদাফ,

জেনিফার খাদিম এবং

জাকির হোসেন

অনুবাদক

জান্নাত আরা শিফা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: শাহরিয়ার মাহমুদ

প্রকাশক

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

সহযোগিতায়: লডেস ফাউন্ডেশন

মুদ্রণ:

প্রিন্টকম বিডি

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫

বুকলেটটি রচনা প্রসঙ্গে

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন সারাবিশ্বে স্পষ্ট। ঝড়, তাপপ্রবাহ ও অন্যান্য চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনাগুলো দিন দিন আরও প্রাণঘাতী ও ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানামুখী সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঘন ঘন বন্যা এবং তীব্র তাপপ্রবাহের মতো সমস্যাগুলো মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে যারা তৈরি পোশাক শিল্পের মতো শারীরিক কষ্টসাধ্য পেশায় নিয়োজিত আছেন তারা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অসুস্থতার চরম ঝুঁকিতে রয়েছেন। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, পানি ও খাদ্য অনিরাপত্তা সহ নানা সংকট দেখা দিয়েছে।

এই বুকলেটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলো সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্য একটি শিক্ষামূলক উপকরণ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের মূল ধারণাসমূহ এবং ব্যবহারিক পরামর্শ ও বাস্তব উদাহরণগুলো এমন ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেন তৈরী পোশাক কারখানা শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সম্ভাব্য সমস্যাগুলোকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের উদ্দেশ্য হল এই বুকলেটির মাধ্যমে তৈরী পোশাক কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা ঘরে ও কর্মস্থলে অভিযোজনমূলক (Adaptation) পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে এবং নিজেদের স্বাস্থ্য, অধিকার ও কর্মপরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে, যা একটি ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ্যসূচি

অধ্যায় ১: আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী?........২

অধ্যায় ২: জলবায়ু পরিবর্তন কী?........৫

অধ্যায় ৩: কীভাবে এবং কেন জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে?........১০

অধ্যায় ৪: তাপপ্রবাহ মোকাবিলা ও হিটস্ট্রোক প্রতিরোধের উপায়......১৭

অধ্যায় ৫: জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আমরা কীভাবে মানিয়ে নিতে পারি?........২১

অধ্যায় ৬: ন্যায্য রূপান্তর ও শ্রমিকের অধিকার........৩০

অধ্যায় ১: আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী?

চিত্র: দিনের মধ্যে কখনো বৃষ্টি আবার কখনো রোদ

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

আবহাওয়া:

আবহাওয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি উপাদানের দৈনন্দিন অবস্থা।

জলবায়ু:

জলবায়ু হলো কোনো বিস্তৃত অঞ্চল বা পুরো পৃথিবীর ১৫ থেকে ২০ বছর বা তার বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড় অবস্থার চিত্র।

সহজভাবে বোঝা যাক:

প্রতিদিন আমরা আকাশ আর চারপাশের পরিবেশে নানা রকম পরিবর্তন দেখি – যেমন হঠাৎ অনেক বেশি গরম লাগছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বা হালকা বা জোরে বাতাস

বইছে। অর্থাৎ, আবহাওয়া হলো স্বল্পকালীন সময়ের জন্য, যেমন – আজকের তাপমাত্রা বা আগামীকালের পূর্বাভাস।

চিত্র: ২০ বছর আগের নদীর স্বাভাবিক অবস্থা আর ২০ বছর পরের নদীর শুষ্ক অবস্থা

এই রকম পরিস্থিতি যদি বছরের পর বছর একই রকম থাকে বা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন আমরা এটাকে জলবায়ু বলি। অর্থাৎ, জলবায়ু হলো দীর্ঘ সময়ের জন্য, যেমন – কোনো অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

☑ আবহাওয়া = আজকের পরিস্থিতি (যেমন: গরম লাগছে, বৃষ্টির কারণে বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেছে)

☑ জলবায়ু = দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার গড় অবস্থা (যেমন: গ্রীষ্মকালে গরম থাকে, বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হয়)

উদাহরণ: আবহাওয়া: "গতকাল সারাদিন বৃষ্টি পড়েছে; আর "জলবায়ু: "এখন বর্ষাকাল আগের চেয়ে দেরিতে শুরু হয়।"

অনুশীলন ১: বাক্য মিলাই

চলুন নিচের বাক্যগুলো আবহাওয়া নাকি জলবায়ু নির্দেশ করে এবার তা খুঁজে বের করি:

বাক্য	আবহাওয়া নাকি জলবায়ু?
গতকাল বৃষ্টি হয়েছিল।	
এই গ্রীষ্মে আগের চেয়ে বেশি গরম পড়েছে	
শীতকাল ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে	
আজ বেশ রোদ উঠেছে	
গতরাতে বজ্রসহ ঝড় হয়েছিল	
এবছর গত ১০ বছর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গরম ছিল	
মনে হচ্ছে এই সপ্তাহে বেশিরভাগ দিনই বৃষ্টি হবে	

অনুশীলন ২: আজকের আবহাওয়া কেমন?

সঠিক চিহ্নটিতে বৃত্ত অঙ্কন করুন

রোদেলা   বৃষ্টিস্নাত   ঝড়ো   কুয়াশাচ্ছন্ন   দমকা হাওয়া

মেঘলা

অধ্যায় ২: জলবায়ু পরিবর্তন কী?

চিত্র: জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন ঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে

জলবায়ু পরিবর্তন মানে হলো পুরো পৃথিবীতে কয়েক দশক বা তার বেশি সময় ধরে আবহাওয়ার গড় অবস্থা বা তার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। এর মধ্যে আছে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তন ইত্যাদি। অর্থাৎ, কোনও একটি জায়গায় বছরের পর বছর ধরে আবহাওয়ার যে গড়-পড়তা ধরন, তাকেই বলা হয় জলবায়ু। আবহাওয়ার সেই চেনাজানা ধরন বদলে যাওয়াকেই বলা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন।

আর এই পরিবর্তনগুলোর কারণে পরিবেশের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়ছে, যেমন:

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া

- মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া
- ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়া এবং আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে আঘাত হানা
- শীতকালেও বেশ গরম অনুভব করা
- খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া
- নতুন নতুন রোগবালাই দেখা দেওয়া
- জলবায়ুর অচেনা রূপ বা পরিবেশের অস্বাভাবিক পরিবর্তন

চিত্র: অনিয়মিত ও ভয়াবহ বন্যা ঘনঘন দেখা দিচ্ছে

এসবই হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। জলবায়ুর পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে, যেমন বর্তমানে পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং এর প্রভাবগুলো আস্তে আস্তে তীব্রতর ও আরও ভয়ংকর ভাবে দেখা দিচ্ছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব গুলো ধীরে ধীরে যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশই হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মকালে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গরম অনুভূত হয়।

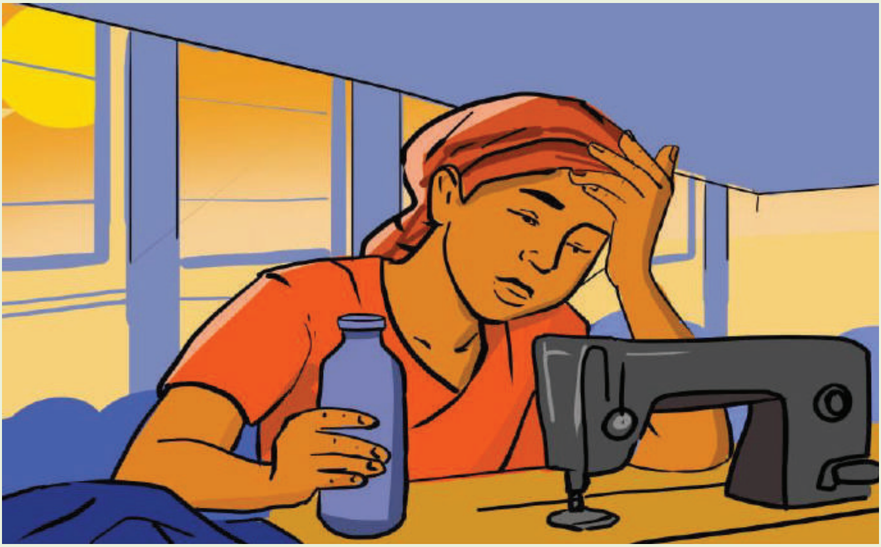

চিত্র: অসহনীয় গরমে কলকারখানায় কাজ করতে অত্যন্ত ক্লান্তবোধ হয়

উদাহরণস্বরূপ, গরমকালে কারখানা গুলোতে কাজ করা অনেক সময় যেন উত্তপ্ত উনুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকার মতো মনে হয়। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট টিনের ছাদের ঘরগুলোতে গরমে অনেক কষ্ট হয়। আবার প্রচণ্ড গরমে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ বাড়ছে। কখনো খুব বেশি বৃষ্টি হয়, যার ফলে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়; আবার কখনো একদমই বৃষ্টি হয় না।

জলবায়ু পরিবর্তন খেটে খাওয়া মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, যা বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই বয়ে আনে, আবার মানসিক স্বাস্থ্যেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

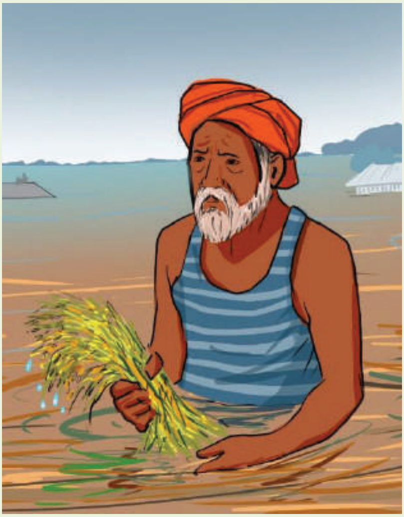

চিত্র: অতি বন্যায় ফসল নষ্ট হয়, মারাত্মক চর্মরোগের বিস্তার ঘটে

অনিয়মিত বৃষ্টি, হঠাৎ বন্যা অথবা খরার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন, ধানের ফলন কমে যায়, যার ফলে আবার খাদ্যের দাম বেড়ে যায়।এগুলো একটা আরেকটার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বন্যা ফসল বা চাষকৃত মাছ ধুয়ে নিয়ে গেলে কৃষক ও মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকা হারান। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বজ্র ও বৃষ্টিপাতসহ ঝড় বড় ধরণের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠে। খোলা মাঠে কাজ করা শ্রমিকরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তীব্র ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। এভাবেই জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে।

জলবায়ু-ঝুঁকি বোঝা কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

- গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত তাপদাহে আপনি ও আপনার সহকর্মীরা সহজেই পানিশূন্যতা, ক্লান্তি বা হঠাৎ অসুস্থতায় ভুগতে পারেন।
- বড় বন্যায় রাস্তায় পানি জমে যায়, টয়লেট ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে এবং নানাভাবে ভোগান্তি তৈরি হয়।
- তীব্র গরম ও দূষিত পানি পান অনেক সময় নানা অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায়।
- ঝড়, বন্যা, খরা বা জলোচ্ছ্বাসে ফসলের ক্ষতি হলে বাজারে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলন ৩: সত্য/ মিথ্যা যাচাইকরণ

নিচের বাক্যগুলো পড়ে দেখুন। প্রতিটি বাক্য পড়ে সত্য মনে হলে পাশে (স) বা মিথ্যা মনে হলে পাশে (মি) লিখুন:

- জলবায়ু পরিবর্তনের মানে হলো শুধু বেশি বেশি রোদ উঠা। [ ]
- জলবায়ু পরিবর্তন শুধুমাত্র অন্য দেশে হয়, বাংলাদেশে হয় না। [ ]
- অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও নোংরা পানি ব্যবহার রোগবালাই ছড়ায়। [ ]
- বন্যা বা খরার কারণে ফসল নষ্ট হলে খাদ্যের দাম বাড়তে পারে। [ ]
- গরমে তীব্র তাপপ্রবাহের সময় কারখানায় কাজ করতে গেলে স্বাভাবিকের থেকে বেশি ঠাণ্ডা লাগে। [ ]
- জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। [ ]

অধ্যায় ৩: কীভাবে এবং কেন জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে?

চিত্র: তীব্র গরমে এক গার্মেন্টস শ্রমিকের ক্লান্ত অবস্থা

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে -

- গ্রীষ্মকালে এখন আগের চেয়ে বেশি গরম পড়ছে?
- অনিয়মিত ঝড়বৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছে ও দিন দিন এগুলো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে?
- আগের মতো সহজে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া যাচ্ছে না?

চলুন এবার জেনে নিই, কেন এই পরিবর্তনগুলো ঘটছে।

বৈজ্ঞানিক ধারণা

প্রধানত বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে কার্বন- ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) এবং নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) অন্যতম। এই গ্যাসগুলো সূর্যের তাপ আটকে রাখে, এটিকে বলে গ্রিনহাউস প্রভাব।

কিছু গ্রিনহাউস গ্যাস প্রাকৃতিক এবং দরকারি। এগুলো পৃথিবীকে উষ্ণ ও বাসযোগ্য রাখে। কিন্তু এখন মানুষ নানা ভাবে অনেক বেশি পরিমাণে এই গ্যাস তৈরি করছে, যার ফলে পৃথিবীর চারপাশে গ্যাসের একটি মোটা "চাদর বা আস্তরণ" তৈরি হয়েছে, যা অতিরিক্ত তাপ আটকে রাখছে। এসব কারণেই বৈশ্বিক উষ্ণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে।

বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে গাছ কাটার হার বেড়ে যাওয়া, অপরিকল্পিত নগরায়ন, এবং ইটভাটাসহ বিভিন্ন দূষণের উৎস।

এবার সহজভাবে বুঝে নিই কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে?

ভাবুন পৃথিবী একটা মানুষ, যে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। আর সূর্য তার উপর দিনের বেলা উষ্ণতা (তাপ) পাঠাচ্ছে। আমরা যেমন রাতে শুতে গেলে গায়ে একটা কম্বল নিই গরম থাকার জন্য, তেমনি পৃথিবীর চারপাশেও গ্যাস দিয়ে তৈরি এক

ধরনের প্রাকৃতিক “চাদর” থাকে। এই গ্যাসগুলোকে বলে গ্রিনহাউস গ্যাস, যেগুলো সূর্যের কিছু তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে আরামদায়ক রাখে। কিন্ত সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন আমরা কারখানায় কাজ করার জন্য জ্বালানি পোড়াই, গাড়ি চালাই, আর গাছ কেটে ফেলি। এতে করে বাতাসে বেশি করে গ্রিনহাউস গ্যাস জমে যায়। এটা যেন একজন মানুষকে শোয়ানোর সময় একের পর এক অতিরিক্ত কম্বল ঢেকে দেয়া।

চিত্র: পুরু কম্বলের স্তর যেন পৃথিবীকে আরও উষ্ণ করে তুলছে

এমন করে অতিরিক্ত চাদর দিতে থাকলে এক সময় খুব গরম লাগে, ঘাম হয়, আর ঘুমাতে কষ্ট হয়।

এই অতিরিক্ত গরম ধীরে ধীরে জমে পৃথিবীকে আরও গরম করে তুলছে। এটাই হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা বা জলবায়ু পরিবর্তনের শুরু। আর এটি শুধু বেশি বেশি গরম লাগার ব্যাপার না, এটি আমাদের স্বাস্থ্য, কাজ এবং জীবনের জন্য অনেক বড় ঝুঁকি। অতিরিক্ত গরমে বমিভাব, ক্লান্তি, এমনকি হিট স্ট্রোক (মৃত্যু পর্যন্ত

হতে পারে) হতে পারে। অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের সময় কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়, আর দেশের অর্থনীতিতেও এর খারাপ প্রভাব পড়ে।

চিত্র: বাড়তি উষ্ণতা দেশের অবহাওয়ার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে

পৃথিবীর সবকিছু একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এক জায়গায় সমস্যা হলে সেটার প্রভাব অন্য জায়গাতেও পড়ে। তাই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি—

- গ্রীষ্মকালে আগের চেয়ে অনেক বেশি গরম পড়ছে
- অনিয়মিত ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে এবং এগুলোর তীব্রতাও আগের চেয়ে বেশি
- আবহাওয়াও আগের মতো সহজে বোঝা যাচ্ছে না
- আগের চেয়ে অনেক বেশি বজ্রপাত হচ্ছে

এটাই জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের এমন প্রভাব প্রাণ–প্রকৃতি থেকে শুরু করে এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও ছাপ ফেলছে।

কেন বাতাসে এই অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি হচ্ছে?

চিত্র: ইটভাটা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও অতিরিক্ত গাছ কাটা বাতাসে গ্রিনহাউজ গ্যাসের মাত্রা বাড়াচ্ছে

এই অতিরিক্ত গ্যাসের বেশিরভাগই আসে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশদূষণকারী কর্মকাণ্ড থেকে, যেমন:

- কারখানায় কয়লা বা জ্বালানি পোড়ানো
- পেট্রোল বা ডিজেল চালিত গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া নির্গমন
- গাছ কেটে ফেলা (গাছ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) শোষণ করে থাকে)
- যখন তখন কাঠ, ময়লা বা আবর্জনা পোড়ানো
- জ্বালানি পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা
- ইটভাটা থেকে ধোঁয়া নির্গমন

বাড়তি গ্রিনহাউস গ্যাসের ফলে তৈরি হওয়া অতিরিক্ত তাপ নিঃশব্দে আপনাকে ঘিরে ধরে এবং এমনভাবে প্রভাব ফেলে যা আপনি আগে থেকে অনুমান করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। আপনি ঘামেন, আপনার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, আপনি তৃষ্ণার্ত হন এবং আপনার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

বেশি গরম মানেই বেশি ঝুঁকি, যেমন:

- গরমের দিনে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া, ক্লান্ত লাগা, বা হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে
- হঠাৎ ভারী বৃষ্টি বা ঝড় হতে পারে, যা ঘরবাড়ি বা ফসল নষ্ট করতে পারে
- ফসল নষ্ট হলে বাজারে খাবারের দাম বেড়ে যেতে পারে
- অত্যধিক গরমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদার কারণে ঘনঘন বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে, ফলে ঘুম ও বিশ্রামে সমস্যা হতে পারে
- গরমের কারণে অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকিও অনেক বেড়ে যেতে পারে

তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাবগুলি বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে যদি আমরা এখনই যথাযথ ব্যবস্থা না নিই।

অনুশীলন ৪: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো খুঁজে দেখি

নিচের কোন কাজগুলো বায়ু দূষণের জন্য দায়ী? সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (✓) দিন:

[ ] হেঁটে হেঁটে কর্মস্থলে যাওয়া

[ ] ডিজেল চালিত ট্রাকে চড়া

[ ] গাছ লাগানো

[ ] গাছ কাটা

[ ] ব্যবহার না করলে ফ্যান/লাইট বন্ধ রাখা

অনুশীলন ৫: শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন

নিম্নোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করে নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করুন:

(কারখানাগুলোতে, তাপ, চাদর , গ্রীন হাউস গ্যাস, গাছপালা, স্বাস্থ্য)

১. পৃথিবীর চারপাশে একটি প্রাকৃতিক ________ থাকে যা তাপ ধরে রাখে এবং পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে।

২. যখন আমরা ________ জ্বালানি পোড়াই, তখন গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গত হয়।

৩. ________ কেটে ফেলার ফলে পৃথিবীর কার্বন-ডাই - অক্সাইড শোষণ করার ক্ষমতা কমে যায়।

৪. ________ অতিরিক্ত তাপ ধরে রাখে এবং পৃথিবীকে আরও উষ্ণ করে তোলে।

৫. পৃথিবী ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে কারণ অতিরিক্ত ________ বায়ুমণ্ডলে আটকে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৪: তাপপ্রবাহ মোকাবিলা ও হিটস্ট্রোক প্রতিরোধের উপায়

তাপপ্রবাহ কী?

ঘন ঘন তাপপ্রবাহ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি অন্যতম প্রভাব।

চিত্র: তীব্র গরমে অতিরিক্ত ঘাম হয়

তাপপ্রবাহ হলো কয়েক দিন ধরে চলা অস্বাভাবিক গরম আবহাওয়া, যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি গরম। এধরনের আবহাওয়া মানুষকে অসুস্থ করে ফেলতে পারে, বিশেষ করে যারা গরম পরিবেশে কাজ করে বা রোদে বাইরে কাজ করে তাদের উপর এর প্রভাব আরো তীব্রতর । প্রচণ্ড গরমে এই মানুষগুলোর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এই তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরের তাপপ্রবাহকে চিহ্নিত করেছে ।

যেমন:

- ✓ মৃদু তাপপ্রবাহ: ৩৬°C থেকে ৩৮°C
- ✓ মাঝারি তাপপ্রবাহ: ৩৮.১°C থেকে ৪০°C

- ✓ তীব্র তাপপ্রবাহ: ৪০.১°C থেকে ৪২°C
- ✓ অতিতীব্র তাপপ্রবাহ: ৪৩°C-এর ওপরে

যদি তাপমাত্রা ৩৫°C-এর ওপরে চলে যায়, তখন হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি এড়াতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হিটস্ট্রোক কী?

প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্র পরিবেশে বেশি সময় থাকলে বা পরিশ্রম করলে শরীরের স্বাভাবিক তাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অকেজো হয়ে পড়ে। এতে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বিপৎসীমা ছাড়িয়ে যায়, দেখা দেয় হিটস্ট্রোক। সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হলে এটি প্রাণঘাতী হতে পারে। হিটস্ট্রোকের প্রধান কারণ

চিত্র: অতিরিক্ত গরমে মাথা ঘোরানো হিটস্ট্রোকের লক্ষণ

পানিশূন্যতা এবং এর চিকিৎসাও বেশ ব্যয়বহুল। অচেতন হয়ে যাওয়া এই

সমস্যার শেষ ধাপ। তবে হিটস্ট্রোক হওয়ার আগেই কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে। লক্ষণগুলো দেখে তখন তখনই সতর্ক হতে হবে।

হিটস্ট্রোকের লক্ষণসমূহ:

- শরীরের তাপমাত্রা ১০৩°F বা ৩৯.৪°C-এর বেশি হওয়া
- মাথা ঘোরা বা অসংলগ্ন আচরণ করা
- ত্বক শুকিয়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
- দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া
- ঝিমঝিম ভাব বা বমিভাব হওয়া
- দুর্বলতা অনুভব করা
- অচেতন হয়ে যাওয়া ,

যদি কারো এই ধরনের উপসর্গ দেখা যায়, তাহলে সাথে সাথে সাহায্য নেওয়া জরুরি।

হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা:

আপনার আশেপাশে যদি কেউ হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়, তাহলে সাথে সাথে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করুন:

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত রোদ থেকে এনে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে রাখতে হবে

চিত্র: হিটস্ট্রোকের প্রাথমিক চিকিৎসা

- ফ্যান ছেড়ে জামাকাপড় আলগা করে দিতে হবে
- শরীর পানি ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে
- একটু একটু করে মুখে পানি বা স্যালাইন খাওয়াতে হবে
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশ্রামে রাখতে হবে
- যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে

অনুশীলন ৬: হিটস্ট্রোকের লক্ষণগুলো চিনে নিই

নিম্নোক্ত লক্ষণগুলোর মধ্যে কোনগুলো হিটস্ট্রোকের লক্ষণ তা হ্যাঁ বা না লিখে নির্দেশ করুন। প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে **হ্যাঁ** হলে **হ্যাঁ**-তে বৃত্ত দিন, আর **না** হলে **না**-তে বৃত্ত দিন।

হিটস্ট্রোকের লক্ষণ?	**হ্যাঁ / না**
দ্রুত হৃদস্পন্দন	হ্যাঁ / না
হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা	হ্যাঁ / না
ঝিমঝিম ভাব বা অসংলগ্ন আচরণ	হ্যাঁ / না

ক্ষুধা লাগা	হ্যাঁ / না
বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া	হ্যাঁ / না

অধ্যায় ৫: জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আমরা কীভাবে মানিয়ে নিতে পারি?

জলবায়ু অভিযোজন কী?

জলবায়ু অভিযোজন মানে হলো প্রকৃতি, সমাজ বা অর্থনীতিতে এমন পরিবর্তন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে, ঝুঁকি মোকাবিলা করতে এবং ভবিষ্যতে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

সহজভাবে বলতে গেলে, পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে এমন কাজ বা অভ্যাস বদলে ফেলা এবং নতুনভাবে খাপ খাওয়ানোই হলো জলবায়ু অভিযোজন। এর উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং পাশাপাশি নতুন সুযোগগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আমাদের দেশ ও সমাজকে এখন থেকেই এমন কিছু কাজ করতে হবে, যাতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি। মনে রাখতে হবে, জলবায়ু অভিযোজন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

কেন জলবায়ু অভিযোজন বোঝা এতোটা গুরুত্বপূর্ণ?

আমরা চাইলেই এখনই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। তবে এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো করার মাধ্যমে আমরা নিজেকে ও আমাদের পরিবারকে কিছুটা নিরাপদে রাখতে পারি। আমাদের জীবনযাত্রা ও কাজের ধরনে এমন ভাবে পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে করে আমরা অতিরিক্ত গরম ও বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে পারি।

জলবায়ু অভিযোজনে অংশ নিতে আপনি আপনার বাসায় কী কী পরিবর্তন আনতে পারেন?

✔ তীব্র তাপপ্রবাহে ঠান্ডা ও নিরাপদে থাকার কিছু উপায়:

✔ ঘর ঠান্ডা রাখতে একটি পানিভর্তি মাটির হাঁড়ি বা বালতি ঘরে রেখে দিতে পারেন।

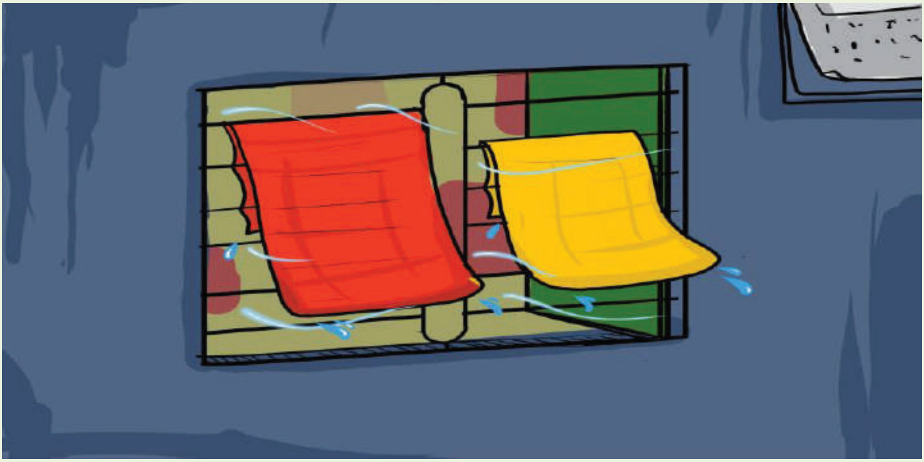

✔ একটি তোয়ালে ভিজিয়ে জানালার পাশে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন, এতে ঘরে ঠান্ডা ভাব আসবে।

✔ বেশি বেশি পানি পান করুন এবং দুপুর ১২টা থেকে ৪টার মধ্যে খুব বেশি প্রয়োজন এবং এসময় সম্ভব হলে বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলুন।

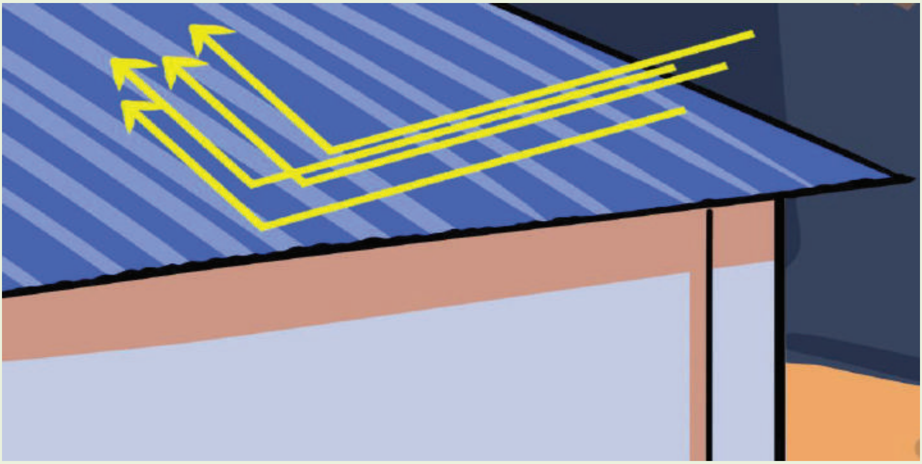

✔ যদি নিজের বাড়ি হয়, তাহলে ছাদে এমন উপকরণ বা রঙ ব্যবহার করুন, যা সূর্যের তাপ প্রতিফলিত করে। এতে ঘর ঠাণ্ডা থাকবে।

✔ **আপনার আশেপাশে সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলুন:**

- বেশি বেশি গাছ লাগান ,

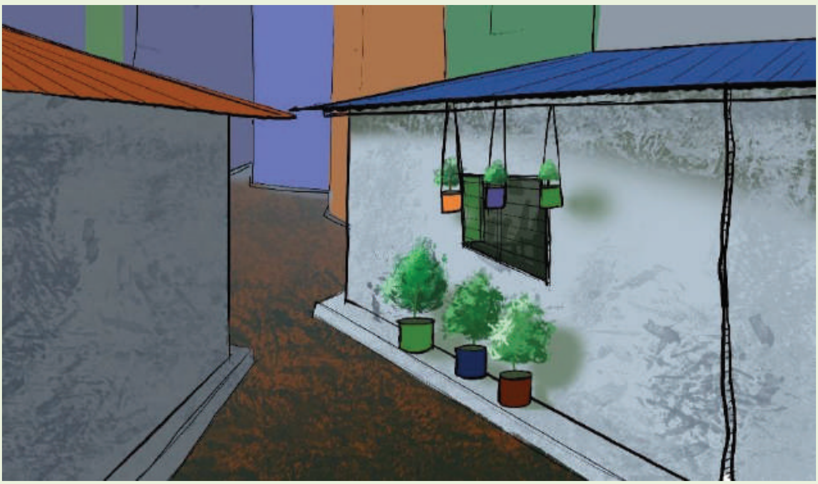

- বাড়ির আশেপাশে মাটিতে গাছ লাগানোর মতো জায়গা না পাওয়া গেলে, ছাদের উপরে অথবা ঘরের বাইরে টবের
গাছ রাখুন যাতে ছায়া পাওয়া যায় এবং পরিবেশও ঠাণ্ডা থাকে।
- ভাড়া বাড়িতে থাকলে বাড়ির মালিকের অনুমতি নিয়ে ছাদেও বাগান করতে পারেন।

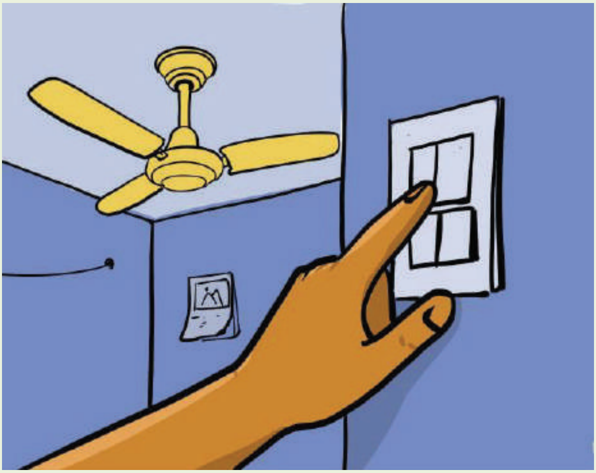

✔ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন, প্রয়োজন না থাকলে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক বাতি ও যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখুন।

আপনি যে কারখানায় কাজ করেন সেখানে আপনি কী কী করতে পারেন?

কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ পাওয়া শ্রমিকদের একটি মৌলিক অধিকার। এটি শুধু শ্রমিকের সুরক্ষার জন্য

নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারখানা মালিকের দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্যে, নিরাপদে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি ছাড়া কাজ করতে পারেন।

নিজেকে ও সহকর্মীদের অতিরিক্ত গরম থেকে রক্ষা করতে আপনি যা করতে পারেন:

- কর্মস্থলে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা (যেমন: জানালা খোলা রাখা, এক্সহস্ট ফ্যান ব্যবহার) নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষকে বলুন এবং বিশ্রামের জন্য ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গার দাবি তুলুন।
- গরমে অসুস্থতা এড়াতে ঢিলা ও হালকা সুতি কাপড় পরুন, সিন্থেটিক কাপড় এড়িয়ে চলুন।
- শরীর ঠান্ডা রাখতে প্রতি ঘণ্টায় একবার মুখ, হাত ও পা ধুয়ে নিন।

- হিটস্ট্রোকের লক্ষণ (যেমন: মাথা ঘোরা, বমিভাব, দুর্বলতা) সম্পর্কে সহকর্মীদের জানিয়ে সতর্ক করুন।

নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করুন:

- কারখানা ব্যবস্থাপনা পরিষদকে অনুরোধ করুন যেন ঠান্ডা ও বিশুদ্ধ পানির বুথ নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয়।
- একে অপরকে প্রতি ঘণ্টায় পানি পান করার কথা মনে করিয়ে দিন।
- কোমল পানীয় বা প্যাকেটজাত জুসের পরিবর্তে ঘরের তৈরি শরবত, গুড়-লবণ মিশ্রিত স্যালাইন পান করুন।

সহকর্মীদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলুন:

- কাজের সময় কারখানার মেঝে অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠলে বা কর্মস্থল ভিড়ভাট্টায় অস্বস্তিকর হলে দ্রুত সুপারভাইজার, ম্যানেজার বা সেফটি কমিটিকে জানান

- স্বল্প খরচে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, যেমন: এক্সহস্ট ফ্যান লাগানো বা তাপ কমানোর জন্য কাপড়ের পর্দা ব্যবহার করার অনুরোধ করুন।
- সেফটি কমিটি বা পার্টিসিপেশন কমিটিকে বলুন যেন কুলিং ভেস্ট বা শরীর ঠান্ডা রাখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করে।
- অতিরিক্ত গরম বা বর্ষার সময় কর্মীদের সমস্যা জানানোর জন্য গোপন মতামত বাক্স স্থাপনের দাবি তুলুন।

আপনার পাড়া বা এলাকায় সচেতনতা বাড়াতে আপনি কী করতে পারেন?

- তাপপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি পারেন ।
- পাড়ায় মাইকিং ও পোস্টারিং করে আগাম সতর্কবার্তা দিতে পারেন, যাতে সবাই এই সমস্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে পারে ।

ছোট কাজ, বড় পরিবর্তন:

অনেক সময় ছোট ছোট কাজগুলিও বড় বড় সাফল্য বয়ে আনতে পারে। আমরা একসাথে সমাজ, পরিবার আর সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে নিজেদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারি। ভালো জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি ও সুন্দর কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে পারি।

অনুশীলন ৭: সত্য/মিথ্যা যাচাইকরণ

নিচে দেওয়া প্রতিটি বাক্য মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। বাক্যটি সত্য হলে পাশে (স) আর মিথ্যা হলে পাশে (মি) লিখুন।

১। অতিরিক্ত গরমের সময় দুপুর ১২টা থেকে ৪টার মধ্যে বাইরে যাওয়া উচিত।

[ ]

২। বিশুদ্ধ পানি নিয়মিত পান করলে শরীর ঠান্ডা ও সজীব থাকে। [   ]

৩। গাছপালা ঘরের আশপাশের গরম কমাতে সাহায্য করে। [   ]

৪। যদি মাথা ঘোরে বা দুর্বল লাগে, তাহলে এটা হিটস্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। [   ]

৫। কাজের পরিবেশ ঠান্ডা রাখতে কারখানা কর্তৃপক্ষের কিছুই করার নেই

[   ]

আপনি এখন জানেন জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে আপনার জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে, তাই এখনই সময় কিছু করার। ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন। যা শিখেছেন তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিন - পরিবর্তন শুরু হোক আপনার মাধ্যমেই!

অধ্যায় ৬: ন্যায্য রূপান্তর ও শ্রমিকের অধিকার

ন্যায্য রূপান্তর (Just Transition) কি?

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের জীবনযাপন ও কাজের ধরণে এমন ভাবে পরিবর্তন আনতে হবে যেন তা পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন যেন শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও ন্যায্য হয়, সেটা নিশ্চিত করাই "ন্যায্য রূপান্তর"।পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, ন্যায্য ও নৈতিক শ্রমপরিবেশ, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণই হলো ন্যায্য রূপান্তরের মূল উদ্দেশ্য।

চিত্র: ন্যায্য রূপান্তর ও শ্রম অধিকার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত

ন্যায্য রূপান্তরের লক্ষ্য হলো:

· কেউ কাজ হারালে যেন সহযোগিতা পান

· নতুন ধরনের কাজের জন্য যেন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

· কাজের জায়গায় যেন নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়

· কেউ যেন পিছিয়ে না পড়েন

ন্যায্য রূপান্তর হলো এমন একটি পরিবর্তনের পথ, যেখানে কর্মীরা কেবল পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার নন, বরং পরিবর্তনের সঙ্গী ও নেতৃত্বদানকারী।

কেন এই বিষয়টি তৈরি পোশাক কারখানা শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক, চামড়া শিল্পসহ অনেক কারখানায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে:

- কারখানাগুলো দূষণ কমাতে নতুন মেশিন ও পদ্ধতি ব্যবহার করছেন
- সরকার ও বিদেশি ক্রেতারা পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন
- অতিরিক্ত গরম, বন্যা ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট কাজের পরিবেশকে খারাপ ভাবে প্রভাবিত করছে

এই অবস্থায় :

- শ্রমিকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে জানানো উচিত
- কাজের পদ্ধতি পরিবর্তনের সময় তাদের মতামতকেও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা দরকার
- পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন দক্ষতা গড়ে তোলা প্রয়োজন
- চাকরি চলে গেলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন

পরিবর্তনের সময় শ্রমিকদের কী কী অধিকার রয়েছে?

- সঠিক তথ্য জানার অধিকার: কারখানায় নতুন কোনো পরিবেশবান্ধব নিয়ম গৃহীত হওয়ার কারণে কর্ম পদ্ধতিতে কি কি পরিবর্তন আসছে, শ্রমিকদের তা জানার অধিকার রয়েছে।
- প্রশিক্ষণ পাওয়ার অধিকার: কাজের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসলে, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

- নিরাপদ কর্ম পরিবেশের অধিকার: কারখানায় নতুন কোনো যন্ত্র আনা হলে, উক্ত যন্ত্র ব্যবহারের পূর্বে শ্রমিকের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের সময় শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে।
- অংশগ্রহণের অধিকার: পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।
- সংগঠিত হওয়ার ও মতপ্রকাশের অধিকার: শ্রমিক ইউনিয়ন, অংশগ্রহণমূলক কমিটি, সেফটি কমিটি বা মিটিংয়ের মাধ্যমে শ্রমিকের কথা বলার অধিকার রয়েছে।

অনুশীলন ৮: ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করতে শ্রমিকের অধিকারগুলোর যথাযথ অর্থ মিলাই

আসুন এবার কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকারগুলো তার অর্থ অনুযায়ী মিলিয়ে নিই:

ক. নিরাপদ কর্ম পরিবেশের অধিকার	আপনাকে নতুন কিছু শেখার সুযোগ দিতে হবে
খ. অংশগ্রহণের অধিকার	যেকোনো পরিবর্তনের বিষয়ে আপনার আগে থেকেই জানার অধিকার আছে

গ. সঠিক তথ্য জানার অধিকার	আপনি শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে আপনার দাবি উত্থাপনের অধিকার রাখেন।
ঘ. প্রশিক্ষণ পাওয়ার অধিকার	আপনার কর্মস্থল নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত থাকা উচিত।
ঙ. সংগঠিত হওয়ার অধিকার	আপনি কারখানা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন।

তথ্যসূত্র

- Ensuring safety and health at work in a changing climate. Report at a glance: Ensuring safety and health at work in a changing climate. www.ilo.org/publications/report-glance-ensuring-safety-and-health-work-changing-climate
- Heat at work: Implications for safety and health: A global review of the science, policy and practice. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-07/ILO_OSH_Heatstress
- Mavalankar, D., Dutta, P., Rajput, P., Shah, T., Limaye, V., Mukerjee, P., Madan, P., Jaiswal, A., & Knowlton, K. (2022). Ahmedabad's Heat Action Plan: Development and lessons learned. Indian Institute of Public Health-Gandhinagar, Ahmedabad Municipal Corporation, Natural Resources Defense Council. https://climahealth.info/resource-library/ahmedabads-heat-action-plan-development-and-lessons-learned/
- NASA. *What is climate change?* NASA Climate Kids. https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
- NASA. What is climate change? NASA Climate Kids. https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
- NASA. *What is the greenhouse effect?* NASA Climate Kids. https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/
- NASA. What's the difference between the weather and climate? NASA Climate Kids. https://climatekids.nasa.gov/weather-climate/
- NASA. *Why is carbon important?* NASA Climate Kids. https://climatekids.nasa.gov/carbon/
- United Nations Development Programme. (2024, January 30). *What is climate change adaptation and why is it crucial?* UNDP Climate Promise. https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/what-climate-change-adaptation-and-why-it-crucial
- United Nations. *What is climate change?* United Nations. https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change-
- World Health Organization (WHO). (2018). *Heat and health*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health

জলবায়ু পরিবর্তন ও শ্রম অধিকার: গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য রূপান্তর

A Booklet on Climate Change and Labor Rights: A Just Transition for Garment Workers

By

International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD)

ICCCAD
International Centre for Climate Change and Development